ড. মরিস বুকাইলি

এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

মাওলানা ইলিয়াছ রিফায়ী

যখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করলেন তখন আশির শেষ দিকে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা চালাবার উদ্দেশ্যে মিসরের কাছে ফেরাউনের মমিটা চাওয়া হয়।

মমিটা ফ্রান্সের প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষাগারে আনা হয়। সেখানে মমি নিয়ে গবেষণা ও এর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে দেশের সর্বোচ্চ প্রত্নতত্ত্ববিদ, শল্যচিকিৎসক, ময়নাতদন্তকারীরা উপস্থিত হয়। মমি নিয়ে গবেষণা করার জন্য যাকে প্রধান শল্যচিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় তিনি হলেন প্রফেসর মুরিচ বুকাইলি। অন্যান্য চিকিৎসকেরা যখন ব্যস্ত ছিলো মমির সংস্কার সাধনে, মুরিচ বুকাইলি তখন মগ্ন ছিল ফেরাউন মারা যাওয়ার রহস্য উদ্ঘাটনে।

অবশেষে রাতের শেষ প্রহরে উদ্ঘাটিত হল, তার শরীরে আছে লবণ। এটা সবচে বড় প্রমাণ, সে ডুবে মারা যায় এবং মারা যাবার পরপরই সমুদ্র থেকে তার লাশ তুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

একটা বিষয় তাকে খুব ভাবিয়ে তুলল, অন্য কোন ফেরাউনের মমি সংরক্ষিত থাকল না, আর এই ফেরাউনের মমিটা যথারীতি সংরক্ষিত থাকল অথচ এ মারা গেছে সমুদ্রে ডুবে!

যাহোক ফেরাউন ডুবে মরেছিল এবং সমুদ্র থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল– ফেরাউন মারা যাবার পেছনে যখন তিনি এটাকে তার একটি অসাধারণ আবিষ্কার ভাবছিলেন এবং এনিয়ে একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করছিলেন তখনি একজন তাকে নিম্নস্বরে বলল, আস্তে ডাক্তার..! মুসলমানদের তো বলতে শোনা যায়, এই ফেরাউন ডুবেই মারা গিয়েছিলো!

তিনি কথাটি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, অসম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞান এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যতীত এমন বিষয় জানা সম্ভব নয়। তখন কেউ তাকে বলল, মুসলমানরা যে কুরআনে বিশ্বাস করে সে কোরআনে এই ফেরাউনের মারা যাওয়ার এবং তার লাশ সংরক্ষিত থাকার কাহিনী বর্ণিত আছে।

তিনি আরও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, এটা কীভাবে সম্ভব? ফেরাউনের এই মমি আবিষ্কৃতই হল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে অথচ কুরআন তো তাদের মাঝে আছে ১৪০০ বছর আগ থেকেই! বিবেক এটা কীভাবে মেনে নেবে? প্রাচীন যুগের মিসরিরা তাদের বাদশা ফেরাউনদের লাশ মমি করে রাখতো বিষয়টা স্বয়ং আরবরাই জানতে পেরেছে মাত্র কয়েক দশক আগে।

ড. মুরিচ বুকাইলি রাতটা ফেরাউনের লাশের পাশে বসেই কাটাচ্ছিলেন আর তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন, ডুবে মারা যাওয়ার পর ফেরাউনের লাশ সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি মুসলমানদের কুরআনে রয়েছে, অথচ বাইবেলে শুধু আছে, মুসা আলাইহিস সালামকে তাড়া করার সময় ফেরাউন ডুবে মারা গেছে, কিন্তু এরপর তার লাশের কী পরিণতি হয় এব্যাপারে বাইবেল একদম চুপ!

তিনি মনে মনে বলছিলেন, এটা কি যৌক্তিক যে, এটা সেই ফেরাউনের মমি যে মুসা আলাইহিস সালামকে তাড়া করছিল? এটাও কি যৌক্তিক যে, হাজার বছর আগেই মুহাম্মাদ এবিষয়টা জানত?

তিনি সে রাতে আর ঘুমোতে পারলেন না। সহকর্মী একজনকে বাইবেল নিয়ে আসতে বললেন। তিনি বাইবেল খুলে দেখলেন, যাত্রাপুস্তকের ১৪ নাম্বার অধ্যায়ের ২৮ নাম্বার পদে আছে, ‘সমুদ্রের পানি ফিরে এসে ফেরাউনের গোটা সৈন্যদলটাকে ডুবিয়ে দিল তাদের একজনও আর বেঁচে রইল না।’ না। বাইবেলেও ফেরাউনের লাশ অক্ষত থাকার ব্যাপারে কোন কিছুই বলা হয়নি।

ফেরাউনের মমিটি মিসরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। বুকাইলি ময়নাতদন্ত ও শল্যচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে এবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে সউদি আরবে ভ্রমণ করার ইচ্ছা করেন।

তিনি সেখানে পৌঁছে তাদের সাথে সর্বপ্রথম এবিষয়টি নিয়েই আলোচনা শুরু করেন যে, ফেরাউনের মমির ক্ষেত্রে তার একটি কৃতিত্ব হলো, তিনি

আবিষ্কার করতে পেরেছেন, সে ডুবে মারা যায়, এবং সমুদ্র থেকে তার লাশ উদ্ধার করে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

তখন উপস্থিত একজন কুরআন শরিফ এনে তার সামনে মেলে ধরলেন এবং আল্লাহ তায়ালার এই বাণীটি তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন–

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

অর্থাৎ, আজ আমি তোমার দেহটা বাঁচাব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী কালের মানুষের জন্যে নিদর্শন হয়ে থাক। যদিও আমার নিদর্শন থেকে অনেক মানুষ গাফেল হয়ে আছে।

এ আয়াতটি শুনে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন ।

মুরিচ বুকাইলি ফ্রান্সে ফিরে এলেন এক নতুন মন ও মনন নিয়ে। সেখানে তিনি কোরআন ও বিজ্ঞানের বিরোধ ও সাদৃশ্য নিয়ে দীর্ঘ দশ বছর গবেষণায় আত্মসমাহিত ছিলেন।

তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, কুরআন ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত মতবাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ আছে বাইবেল ও বিজ্ঞানের মাঝে।

তার এই সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে তিনি ‘বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান’ নামে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করলেন, যা গোটা পশ্চিমা বিশ্বে গুঞ্জন সৃষ্টি করে ফেলেছিল। প্রথম প্রকাশেই যার সব কপি নিঃশেষিত হযে যায়। আরবি, ইংলিশ,ইন্দোনেশিয়ান, ফার্সি, তুর্কি, উর্দু, গুজরাটি ও জার্মানভাষাসহ বিশ্বের অনেক ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে।

অনেক ইহুদি খ্রিস্টান বইটির জবাব লেখে। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ ও বিফল হয়ে দেখা দেয়। এদের একজন হলো ড. উয়িলিয়াম কিম্পবল সে ‘কোরআন এবং বাইবেল: বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে’ (the qur'an and the bible in the light of history and science) নামে বইটির একটা জবাব লেখে।[1]

---

[1] https://youtu.be/Mc6mpDyoozI?t=276